দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 NOV 1989
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

৭০

পরিকল্পনা।

আমার বক্তব্য হচ্ছে, পরীক্ষার রুটিন অনেক আগেই ঘোষণা করে, যথাসময়ে ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে অন্তত পরীক্ষাগুলো গ্রহণ করা উচিত, অন্যথায় আমাদের মতো যারা অর্থাৎ বার্ষিক উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের অটো প্রমোশন দেয়া হোক। কারণ আমাদের জীবনকে আমরা কারো কাছে জিম্মি রাখতে চাই না। শিক্ষা যেমন আমার অধিকার, আর শিক্ষাকে নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক করাও তেমনি আমার ও আমাদের সরকারের দায়িত্ব।

মোঃ আবু জহির,
সভাপতি, 'ছাত্র বাংলা পরিষদ',
এম,এ (বাংলা), ১ম পর্ব পরীক্ষার্থী,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অটো প্রমোশন চাই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ আরেক দফা স্থগিত ঘোষণা করা হলো, যা আমাদের জন্য উদ্বেগ ও ক্ষোভের বিষয়। সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ কর্তৃপক্ষের বার বার এ ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্ত নীরবে মেনে নেয়া যায় না।

আমি ও আমার ন্যায় আরো অনেক ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে, যারা শিক্ষাজীবনের সময়সীমা সম্পর্কে অনিশ্চয়তার জন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন পেশা ও কাজের সাথে জড়িত, তাই যখন পরীক্ষার রুটিন প্রদান করা হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরকে ঐ সময়ের জন্য সকল কার্যক্রম থেকে মুক্ত থাকার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় এবং পড়ালেখায় বেশী সময় দিতে হয়। কিন্তু যখন সকাল ৯টার পরীক্ষা বন্ধের ঘোষণা, ঐ দিন ৭টার সংবাদে শুনতে পাই তখন স্বাভাবিকভাবেই খারাপ লাগে। তাও যদি ১, ২ বা ৩ বার পরীক্ষা পিছাতো তাহলেও কথা ছিল; কিন্তু আমার অর্থাৎ আমার সেশনের পরীক্ষা এবার নিয়ে ১০ বার স্থগিত করা হলো। আমি ও আমার ন্যায় যারা, শুধু তাদেরই নয় বরং যারা বাড়ি হতে টাকা এনে হলে থেকে লেখাপড়া করে তাদেরকেও নানারকম সন্ত্রাসের মধ্যেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরীক্ষার সময়টা হলে থাকার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আর বার বার পরীক্ষা বিছানোর জন্য বাড়ছে সেশনজট, হতাশা, সন্ত্রাসে শেষ হচ্ছে চাকরির বয়সসীমা। অথচ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নিচ্ছেন না কোন বাস্তব দীর্ঘমেয়াদী

গ্রন্থাগারে পর্যাপ্ত বই চাই

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা-বিধ সমস্যার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বিভিন্ন বিভাগের সেমিনারে প্রয়োজনীয় বইয়ের অপ্রতুলতাকে প্রাধান্য দিতে হয়। কেননা এ সমস্যার কারণে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছাত্রছাত্রীরা ভাল রেজাল্ট ও জ্ঞান অর্জন করার আশা নিয়ে বিভিন্ন লেখকের বই একত্রিত করে নোট করতে গ্রন্থাগারে যায়। রিডিং রুমে ঢুকে সেল্ফ হাতড়িয়ে প্রয়োজনীয় বই না পেয়ে হতাশ হয়ে ক্যাটালগ টুকে বই ইস্যু করতে যায়। সেখানেও কর্মচারীরা বুক সেল্ফ হাতড়িয়ে যখন খালি হাতে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে আসে তখন তারা আরো হতাশ হয়ে গ্রন্থাগার ত্যাগ করে। অন্য দিকে ১০/১৫ নম্বরের জন্য বিরাট বিরাট ভলিউন বই কেনা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। অগত্যা তারা সিলেবাস বহির্ভূত সংশ্লিষ্ট বই ও বেনামী চিরকুট জাতীয় কিছু নোট সংগ্রহ করে পরীক্ষা দেয়, তাই তাদের রেজাল্ট মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের রেজাল্ট অপেক্ষা নিম্নমানের হয়। কর্তৃপক্ষ এটাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা হানিকর কিছু মনে না করতে পারেন; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা চায় তাদের রেজাল্ট অন্য সবার চেয়ে ভাল হোক। তারা চায় পড়ে জ্ঞান অর্জন করে ভাল রেজাল্ট করতে।

তাই ২৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর বিদ্যার্জন আকাঙ্খা পূরণ করতে ও ভাল রেজাল্টে সহায়তা করতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বিভিন্ন বিভাগের সেমিনারে প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করে দিতে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান,
বাংলা বিভাগ,
১১৫, শাহ মখদুম হল,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।